30 May 2019, 1333 hrs IST

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে মাদক বিক্রি বন্ধে নির্দেশ রাজ্যপালের

\B শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে মাদক বিক্রি বন্ধে নির্দেশ রাজ্যপালের এই সময়: \Bমদের দোকানের ঢালাও লাইসেন্সে রাজস্ব বাড়ছে সরকারের। দেশি-বিদেশি মদের ...

Updated:May 30, 2019, 09:00AM IST

এই সময়: মদের দোকানের ঢালাও লাইসেন্সে রাজস্ব বাড়ছে সরকারের। দেশি-বিদেশি মদের দোকান এখন শহরে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশেও। শহরতলির ছবিটাও একই। তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আচার্য তথা রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর দ্বারস্থ হয়েছিল সারা বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (আবুটা)। তাদের বক্তব্য ছিল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাগালের মধ্যে মদ ও মাদক দ্রব্যের বিক্রি বাড়ায় লেখাপড়া ও ক্যাম্পাসের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। রাজ্যপাল এই চিঠি পেয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে জরুরি ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষা সচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন। অবশ্য অনুজ শর্মা কলকাতার পুলিশ কমিশনার হওয়ার পর শহরের স্কুল-কলেজের সামনে মাদক বিক্রেতাদের ধরতে তল্লাশি জোরদার হয়েছে। বেশ কয়েক জনকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। থানাগুলিকেও তিনি এ ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও রাজ্য সরকারের আইন মোতাবেক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ। কিন্তু রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাশাপাশি অনেক কলেজ ক্যাম্পাসে মদ ও অন্য মাদক দ্রব্যের ব্যবহার লাগাম ছাড়া হয়ে উঠেছে। নেশার শিকার ছাত্রছাত্রীদের একাংশ। লেখাপড়া করতে এসে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছেন অনেকে। আবুটা মনে করে, সামাজিক কারণেই বহু ছাত্রছাত্রীর মধ্যে হতাশা, উদ্বেগ, অবসাদ, জীবনযাত্রার সমস্যা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ক্রমবর্ধমান। মাদক দ্রব্যও এখন সহজলভ্য। খোদ রাজ্য সরকারই মদের পাইকারি জোগানদার। এই পরিস্থিতিতে নেশার প্রতি পড়ুয়াদের ঝোঁক বাড়ছে। এমন নৈরাজ্যের পরিস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোর শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিবেশকে সঙ্কটাপন্ন করে তুলেছে। বৃহত্তর সমাজে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণাও তৈরি হচ্ছে।

এই প্রেক্ষিতে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে আবুটা-র সাধারণ সম্পাদক গৌতম মাইতি গত ১১ এপ্রিল আচার্য তথা রাজ্যপালকে চিঠি দেন। তাঁর দাবি ছিল, রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ক্যাম্পাসে মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক, আধিকারিক, শিক্ষাকর্মীদের যুক্ত করে মাদকাসক্তির কুপ্রভাব সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার কর্মসূচিও নিতে হবে। সর্বোপরি রাজ্য সরকারকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি সব মদের দোকান বন্ধ করতে হবে, ক্যাম্পাসে মদ এবং অন্যান্য মাদক দ্রব্য সরবরাহের সব রাস্তা বন্ধ করতে হবে। আবুটা-র বক্তব্য, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার এ বিষয়ে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা নিয়ে তাদের সদিচ্ছা ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রমাণ দিক।